29

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা মন্ত্রী সমীপে

বাংলাদেশে যে কয়টি মন্ত্রণালয় রয়েছে তন্মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। একথা আমরা সকলেই জানি। সঙ্গত কারণে সরকার শিক্ষা খাতে সর্বাপেক্ষা বেশী অর্থ বরাদ্দ করেছে। এই বরাদ্দকৃত অর্থ সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়েরই দায়িত্ব। কিন্তু গত ৭-৭-৯৪ তারিখে জাতীয় সংসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হবে। বর্তমানে চালু ২০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে যে বিপুল সংখ্যক ডিপ্লোমা প্রকৌশলী বের হয়েছে তার কি পরিমাণ বেকার রয়েছে সে পরিসংখ্যান সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয় মনে হয় একেবারেই অজ্ঞ। তা নাহলে এ ধরনের খামখেয়ালী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে যাবেন কেন? একটি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্ণধার, ভাগ্যনিয়ন্তা। মন্ত্রণালয় যা করে তাতে অন্য কারো হাত থাকে না। আমি জানি, আমার এ লেখনিতে কোন কিছুই পরিবর্তন করা হবে না। তবে এটুকু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, জাতীয় অর্থ ইয়ারকি মারার জন্য নয়। দেশে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের এখনও তীব্র স্বল্পতা রয়েছে। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সংখ্যা না বাড়িয়ে সেই অর্থ দিয়ে আরও প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হোক।

—মোঃ জিল্লুর রহমান (সুমন),
খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা ছাত্ররাই দেশ পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। ছাত্র-ছাত্রীরা এ বিদ্যাপীঠে ভর্তির সুযোগ পেলে জীবনকে ধন্য মনে করেন' দেশের সেরা উচ্চ

বিদ্যাপীঠ হিসেবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা স্বতন্ত্র গুরুত্ব রয়েছে। সুতরাং এর ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত পরিচয়পত্রের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকবে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত পরিচয়পত্রের মান জগন্নাথ বিব্শবিদ্যালয় কলেজ এবং ঢাকার অন্যান্য কলেজের চেয়ে অনেক নিম্নমানের। পরিচয়পত্রের কভার হালকা প্লাস্টিক দ্বারা তৈরী। যা কয়েক দিন পর ছিড়ে যায়। ফলে তা আর ব্যবহার করা যায় না। বার বার পরিচয়পত্র সংগ্রহ করাও অনেক ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

আবার অনেক পরিচয়পত্রের উপর "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়" কথাটি স্পষ্ট অক্ষরে লেখা থাকে না। সাদা রংয়ের ছোট ছাপা হওয়াতে অনেক সময় স্পষ্ট হয় না, আবার কখনো ঝাপসা হয়ে যায়। ফলে পড়তে কষ্ট হয়। সব মিলিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত পরিচয় মান মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এর প্রতি এক প্রকারের অবহেলা প্রকাশ পাচ্ছে। এটা কারো জন্য কাম্য হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে বাড়ীতে যাওয়ার পর বাবা পরিচয়পত্র দেখে বললেন "দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত পরিচয়পত্র এমন কেন? প্রাচ্যের অক্সফোর্ডের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত পরিচয়পত্রের মধ্যেও সে রকম গাম্ভীর্য থাকা উচিত।" সে দিন বাবার কথার কোন জবাব দিতে পারিনি। আশা করি কর্তৃপক্ষ ২৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ব্যক্তিগত পরিচয়পত্রের মান উন্নয়ন করে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করবেন এবং আমাদের সকল যাতনার অবসান ঘটাবেন।

—নুরুল্লাহ সাঈদী,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।